গৌরবের পথ

সকল সম্মান ও গৌরব একমাত্র আল্লাহর জন্য -এটাই আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াহর নীতি। কাজেই যে ব্যক্তি সম্মান অনুসন্ধান করে এবং তা লাভ করতে চায়, তাকে আল্লাহর দাসত্ব তথা, উবুদিয়্যাতের পথ আঁকড়ে ধরতে হবে এবং তাঁর সরল পথ অনুসরণ করতে হবে। কারণ এটাই দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান ও মর্যাদা লাভের পথ। আর কেবল তিনিই যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। আল্লাহ ছাড়া এই ক্ষমতা সৃষ্টিকূলের মধ্যে আর কারো নেই। এমনকি সকল প্রকার বৈষয়িক শক্তি ও উপকরণের মালিক হলেও, কিংবা সে কারুনের চেয়ে বড় রাজত্বের অধিকারী এবং ফিরাউনের চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী হলেও।

আমাদের গৌরবময় ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, আমাদের প্রথম সারির সালাফগণ যখন আল্লাহর দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন এবং তাঁর পথ অনুসরণ করেছেন, তখন তারা সম্মানিত হয়েছেন, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যান্য জাতিগুলো তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। কিন্তু যখন লোকেরা আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে জাহিলিয়াত ও বক্রতার পথ অবলম্বন করলো তখন তারা লাঞ্ছিত হলো এবং বিজাতীরা তাদের ঘাড়ে চেপে বসলো।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে গৌরব অর্জনের পথ বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেন:

{مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ}

"যে কেউ সম্মান-প্রতিপত্তি চায়, তবে সকল সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক তো আল্লাহই। তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ হয় সমুত্থিত এবং সৎকাজ, তিনি তা করেন উন্নীত।"এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসীর রহি. বলেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত হতে চায়, তাকে আল্লাহর আনুগত্যে রত থাকতে হবে। এর মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে। কারণ, দুনিয়া ও আখিরাতের একমাত্র মালিক হলেন মহান আল্লাহ, এবং সকল ইজ্জত ও সম্মাত শুধু তাঁরই।" এটা থেকে বোঝা যায় যে, হাজারো পথ ও মতের মধ্যে সম্মান ও গৌরব অর্জনের একমাত্র পথ হলো আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পন; এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ এটা ভাবতেও পারে না যে, একজন মানুষ আল্লাহর মহিমা থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর আনুগত্য ও বন্দেগির পথ ছেড়ে সম্মান ও ইজ্জত পাওয়ার জন্য তাগুতের দরবারে পড়ে থাকবে, তাদের সভা-সেমিনার ও প্রাসাদে গিয়ে ধরনা দিবে, যেমনটি করতেছে বিভিন্ন মুরতাদ দল ও সংগঠনগুলো -যারা "জাতিসংঘের" কাছ থেকে কিছু ফায়দা হাসিল করার জন্য বা তুচ্ছ পদ-পদবী লাভের জন্য কুকুরের মতো ছুটাছুটি করছে। মহান আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় তাদের অবস্থা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন:

{الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا}

{মুমিনগণের পরিবর্তে যারা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি ওদের কাছে ইযযত চায়? সমস্ত ইযযত তো আল্লাহরই।} ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতে তাফসীরে কত চমৎকার আলোচনা করেছেন! তিনি বলেন: "আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, মুমিনদেরকে এ শিক্ষা দেওয়া যে, সম্মান চাইতে হবে কেবল আল্লাহর কাছে। তাঁর আনুগত্য তথা, উবুদিয়্যাতের চর্চা ও মুমিন বান্দাদের দলে শামিল হওয়ার মধ্য দিয়ে। কেননা, তাদের জন্যই দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদা রয়েছে।"

এ থেকে বুঝা গেলো, যারা নিরাপত্তা ও তথা কথিত স্বার্থের দোহাই দিয়ে ইহুদী-নাসারা ও তাদের মুরতাদ সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে ঘনিষ্ঠতা করে, তাদেরকে তোষামোদ করে তারা মূলত মরিচিকার পিছনে ছুটছে। তাদের ভাগ্যে লাঞ্চনা-অপমান ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। আর এটাকেই বলে- যেমন কর্ম, তেমন ফল। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহর ফায়সালা এটাই যে, যারা ইমানের সাথে থাকবে, ইমানের দাবীগুলো পূর্ণ করবে অর্থাৎ, -যারা কথা ও কাজে নবী ﷺ এর প্রদর্শিত পথে চলে সেসকল মুমিনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, ভালোবাসবে, তাদের সারিতে যোগদান করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে, তাদের জন্যই রয়েছে সম্মান ও ইজ্জাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}

{ইজ্জত-সম্মান তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানে না।}

তাছাড়া একটি বর্ণনায় এসেছে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ এর উদ্দেশ্যে উমর রা. বলেন: "আমরা ছিলাম সবচেয়ে লাঞ্ছিত অপদস্ত এক জাতি। অতপর ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। কজেই, যখনই আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে সম্মানিত হওয়ার চেষ্টা করবো, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।" [হাদিসটি ইমাম হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন।]

কাজেই, একজন মুসলিম আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর রাসূল ﷺ এর পথ অনুসরণ করে সম্মানিত হয়। ফলস্বরূপ আপনি দেখতে পাবেন, মুসলিম ব্যক্তি সাহসী, সত্য বলার ক্ষেত্রে নির্ভীক এবং আল্লাহর রাস্তায় নিন্দুকের নিন্দায় বেপরোয়া। সে অগ্রগামী, পিছু হটতে নারাজ। তার সকল কর্ম এক আল্লাহর জন্যই। কারণ তিনি জানেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অপ্রতিরোধ্য, তাঁর শক্তি সবকিছুর উপর বিজয়ী, এবং তাঁর উপর কেউ বিজয়ী হতে পারে না। ফলে তাঁর অন্তরে কেবলমাত্র আল্লাহর ভয় থাকে। এভাবে সে সম্মান এবং এমন মহিমা অর্জন করে যা তার শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়। এমনকি সে একাকী থাকলেও শত্রুরা তার ভয়ে ভীত রয়। আকাশ থেকে বিমান এবং সারি সারি যুদ্ধযান ব্যতিত তারা তাকে আক্রমণ করতে ভয় পায়। যেমনটি আমরা তাদের বড় অভিযানগুলোতে দেখতে পাই। যেখানে তারা শত শত সেনা নিয়ে পাহাড়ের গহীনে কোন গুহা কিংবা সীমান্তের কোন এক নির্জন তাঁবুতে আক্রমণ করতে আসে।

আর একজন দৃঢ় বিশ্বাসী মুমিন আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির মাধ্যমে সম্মানিত। সে ঈমান এবং শরীয়তের নুসরতে আল্লাহর পথে মৃত্যু বরণ করে নিতেও পিছপা হয় না। ঈমান আনার সৌভাগ্য অর্জনের পর যেমনটা হয়েছিল ফেরাউনের যাদুকরদের সঙ্গে। মহা শক্তিধর ও পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান তাদের জীবন পাল্টে দিলো, যারা একসময় ফেরাউনের পূজারী ছিল, তারা এখন প্রকৃত ও সম্মানিত মু'মিন। ফেরাউনের সমস্ত হুমকি-ধামকি এবং ভয়ভীতি উপেক্ষা করে তারা পাড়ি জমালেন রবের দিকে। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার তামান্নায় ফেরাউনকে অনন্য দৃঢ়তার সঙ্গে তারা বলেছিলেন: {কোন ক্ষতি নেই, আমরা তো আমাদের রব-এর কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী।}

তাদের কথার মর্ম ছিল এমন: "আমরা তোমার প্রতি কুফরি করেছি। তোমার কোন ক্ষতি বা ভয়ে আমাদের কিছু আসে যায় না, কারণ যখন আমাদের হৃদয়ে ঈমান এবং তাওহীদের বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়েছে, তখন প্রথমবারের মতো আমরা আল্লাহর আনুগত্যের মিষ্টি স্বাদ পেয়েছি।"এভাবে বিশুদ্ধ তাওহীদ মুওয়াহহিদদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, তাদের মর্যাদা উঁচু করে, তাদের পরিণতি সুন্দর করে এবং ঘোর বিপদেও তাদের সাহসী করে তোলে। কারণ তারা বিচার দিবসে আল্লাহর নিরাপত্তার অনুসন্ধানী।

বর্তমান যুগে উক্ত ঘটনাগুলোরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ঈমানদার এবং কুফফারদের মধ্যে চলছে তীব্র সংগ্রাম। কাফের জাতিগুলো একত্রিত হয়ে ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ইসলাম আবারও পূর্বের ন্যায় অপরিচিত হয়ে পড়েছে। ইসলামের পতাকা হাতে গুরাবারা দ্বীনে ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছে। ইসলামের শত্রুদের সাথে আপোষহীনতা এবং দ্বীন ঈমানে অটল থেকে ফিতনা ও পাপে ভরা এই যুগের সমস্ত টালবাহানাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বরং তারা আল্লাহর প্রতি অদম্য আস্থা নিয়ে যুগের তাগুত শাসক এবং আধুনিক ফেরাউনদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, শত্রুতা এবং ঘৃণা প্রকাশ করেছে। যেন তারা শিরকের বিরুদ্ধে মিল্লাতে ইব্রাহীম (আ.)-এর একনিষ্ঠ ধারক বাহক। তারা প্রতিনিয়ত আল্লাহর রাহে জিহাদ করে যাচ্ছেন মানবজাতিকে আল্লাহর সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে যাতে পৃথিবীজুড়ে এক আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতপর এই গুরাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ত্বাগুতরা তাদের সমর্থনকারী সকল ক্রুসেডার, ইহুদী ও মুনাফিকদের নিয়ে মহাজোট গঠন করে। তাদের এই কাফের সৈন্যবাহীনি জলে, স্থলে ও আকাশ পথে একযোগে হামলা শুরু করে।

এ যেন আরেক নব্য ফেরাউনের দল, যারা তাওহীদের অনুসারীদেরকে নির্মূল করার জন্য, এবং সত্যের আলো নিভিয়ে দেওয়ার জন্য পূর্বপুরুষদের পদাংঙ্ক অনুসরণ করতে চাচ্ছে। কিন্তু তাদের সামনে পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে দাড়িয়ে গেলেন ইসলামের মহান সৈনিকগণ, যারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে ইসলামের পতাকা সমুন্নত রেখেছেন, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছেন, জান-মাল বিসর্জন দিয়েছেন, এবং এতে কোন বিপদের পরোয়া তারা করেননি। কেননা তারা জানতেন আল্লাহর দিকেই তাদের গন্তব্য - তাদের সম্পর্কে এটা আমাদের ধারণা, প্রশংসা নয়। তাদের এই ত্যাগ ও কুরবানীর আলোকচ্ছটা ধরে তাদের পিছনের ভাইয়েরা তাদের শূণ্যতা পূরণ করেছে, যার ফলে মহান আল্লাহ এমন একদল তরুণ প্রজন্ম তৈরী করেছেন যারা কোন স্বার্থকেই তাওহীদের উপর স্থান দেয় না, এবং শরীয়াহ ছাড়া ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে কাজ করে না। আল্লাহ ﷻ তাদের এই ঈমান ও কুরবানী কবুল করে নিয়েছেন। কেননা তারা মহাপরাক্রমশালী মালিক ছাড়া অন্য কারো সাহায্য কামনা করেননি; তারা একমাত্র তাঁর কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; অন্য কারো দারস্থ হননি ফলে তাদের জীবন ও মৃত্যু দুটোই সম্মানজনক হয়েছে। কাজেই, তাদের উত্তরসূরী ভাইয়েরাও যেন এই পথের পথিক হয় এবং আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখে।